রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১, ২০১১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১ ডিসেম্বর ২০১১/১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১ ডিসেম্বর ২০১১/১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১১ সনের ১৭নং আইন

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০০ সনের ৬নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৬নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (জ) এ উল্লিখিত "ধারা ৭" শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে "ধারা ৬" শব্দ ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

৩। **২০০০ সনের ৬নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) জাতীয় পরিচালনা বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত দুইজন সংসদ-সদস্য, যাহাদের মধ্যে একজন সরকার দলীয় এবং অন্যজন বিরোধী দলীয় হইবেন;

(গ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল;

(ঘ) সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(ছ) মহা-পুলিশ পরিদর্শক;

(জ) মহা-কারা পরিদর্শক;

(ঝ) ভাইস- চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বার কাউন্সিল;

(ঞ) সভাপতি, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট আইনজীবী সমিতি;

(ট) চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা;

(ঠ) প্রত্যেকটি জেলায় কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত আইন ও মানবাধিকার সম্পর্কিত বেসরকারী সংস্থা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন প্রতিনিধি;

(ড) প্রত্যেকটি জেলায় কার্যক্রম রহিয়াছে এইরূপ প্রতিষ্ঠিত নারী সংস্থা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন প্রতিনিধি;

(ঢ) পরিচালক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।"।

৪। **২০০০ সনের ৬নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(কক) চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;";

(আ) দফা (ছ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(ছছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলার পৌরসভার একজন মেয়র, একজন উপজেলা চেয়ারম্যান এবং একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি;";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (ছ), (ট) ও (ঠ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ এবং দফা (ছছ) এর অধীন মনোনীত গণ্যমান্য ব্যক্তি তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে দুই বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোন সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।"।

৫। **২০০০ সনের ৬নং আইন এর ধারা ১৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩) বোর্ডের সদস্য, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ এবং সদস্য-সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে এই তহবিলের অর্থ উত্তোলন করা যাইবে।"।

প্রণব চক্রবর্তী
অতিরিক্ত সচিব (আইপিএ)।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd